ব্লেয়ারদের চরিত্র বিশ্লেষণ থেকে বিশ্ববাসী কি জ্ঞান লাভ করতে পারে দেখা যাক।

তৃতীয় 'ব+ব' (বুশ+ব্লেয়ার) একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কি কুকীর্তির জন্ম দিল তা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল জগতবাসী প্রত্যক্ষ করছে। জাপানে বোমা নিক্ষেপের ফলে অসংখ্য নিরপরাধ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অকালে মারা পড়েছিল। ফলে মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর দ্রুত জাগরণ ও বিকাশ ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের উদ্ভব হয়েছিল। আর আজ সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানপাপী, নরপিশাচ বর্বরদের হাতে সেই জাতিসংঘের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠল। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে কতখানি নীচে ঠেলে দেয় তা বর্তমান দ্রুত ও শ্রুত সংবাদ মাধ্যমে আমরা জগৎবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি 'ব'-দের কার্যকলাপ থেকে।

স্বার্থান্বেষায় অতিমাত্রায় অন্ধ হয়ে সকল প্রকার মানবিক গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে তারা মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে আগাগোড়া। এদের মত বড় মিথ্যাবাদী এই দুনিয়াতে কখনও জন্মগ্রহণ করেছে কি? তারা এমনভাবে মিথ্যাচার চালিয়েছে যে, সাদ্দামের নিকট আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করার মত রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রয়েছে। এজন্য 'ব'-দের রাতে ঘুম ছিল না। অথচ যুদ্ধ শেষে কোন মরণাস্ত্রেরই সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলও কোন মারণাস্ত্রের সন্ধান পায়নি। আমেরিকানদের প্রতি বিশ্ববাসীর যে ভাল ধারণা ছিল, মিষ্টার বুশ তা ধ্বংস করে দিয়েছে। সে সুখ্যাতি ফিরে পেতে হ'লে আমেরিকানদের উচিৎ 'বুশ'-কে গ্রেফতার করে তার মিথ্যাচারের বিচার করা।

মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের পূর্বে সবচেয়ে মিথ্যুক, দাজ্জালকে এই দুনিয়াতে পাঠাবেন মানুষের ঈমান পরীক্ষার জন্য। হয়ত তারই প্রতিভূ হিসাবে দুই সর্বোত্তম মিথ্যুক (বুশ-ব্লেয়ার)-এর আর্বিভাব ঘটিয়েছেন, যাতে বিশ্ববাসী আগে থেকেই তা জানতে পারে। বাংলা ভাষায় 'ব' বর্ণটিই যেন যত খারাপ বা দোষের জন্য সৃষ্ট এবং সেই বদ দোষগুলির সবই বুশ-ব্লেয়ারের মধ্যে বিদ্যমান। আর সে কারণেই জাতিসংঘ তথা বিশ্ববাসীর মানবিক আবেদন, নিবেদন, আন্দোলন 'ব'-দের বুঝে আসেনি। এই 'ব' দিয়ে কতরকম দোষ প্রকাশ পায় তার অন্ত নেই। যেমনঃ বদ, বদমাশ, বখাটে, বজ্জাত, বেআন্দাজ, বেআক্কেল, বেতমীজ, বেদরদী, বেঈমান, বেআইনী, ব্যভিচারী, বেজন্মা, বিদ'আতী ইত্যাদি বদগুণের সবগুলিরই অধিকারী সম্ভবতঃ 'বুশ' ও 'ব্লেয়ার'। কেউ তা অস্বীকার করতে পারে কি? সুতরাং 'হ' এবং 'ব' সম্বন্ধে হুঁশিয়ার।

মাযহারুল ইসলাম
শিক্ষক (অবঃ)
গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ আমার পিতা সূদে টাকা নিয়ে মাছ চাষ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। তার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে আমি দায়ী হব কি-না এবং আমার ইবাদত কবুল হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কবীর হোসাইন
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ যতদিন ছেলের লালন-পালনের দায়িত্ব পিতার উপরে থাকে, ততদিন বাধ্যগত অবস্থায় ছেলে পিতার সংসারে হারাম খাওয়ার জন্য দায়ী হবে না। তবে ছেলে যখন উপার্জনক্ষম হবে, তখন পিতার হারাম উপার্জন খেলে দায়ী হবে এবং তার ইবাদত কবুল হবে না। কেননা সূদ স্পষ্ট হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। আর হারাম খাদ্যে ইবাদত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ সন্তান প্রসবের পর ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-শাহাদাত হোসাইন
ভাটপাড়া, আড়ানী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ইরওয়া হা/১১৭৪)*। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

رَوَى ابْنُ السُّنِّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ مَرْفُوْعًا: مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِىْ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِى الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ-

ইবনুস সুন্নী হাসান ইবনে আলী থেকে মরফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, 'যার কোন সন্তান জন্ম নিবে, অতঃপর সে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দিবে, সে শিশুর মৃগী রোগ হবে না' *(ইরওয়া হা/১১৭৪)*। তবে সন্তান জন্মের পর তার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে আযান দিবে। 'যাতে প্রথমেই তার কানে আল্লাহ্‌র নাম প্রবেশ করে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৩)*। আবু রাফে' বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'হাসান' জন্মের পর তার কানে ছালাতের আযান দিতে দেখেছি' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৭ 'শিকার ও যবহ সমূহ' অধ্যায় 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, সনদ 'হাসান ইনশাআল্লাহ' ইরওয়া হা/১১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ কোন ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ীর সাথে যেনা করলে, তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় স্ত্রী হারাম হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'হারাম মিলন কোন বৈধ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না' *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ীর সাথে এবং তার শ্যালিকার সাথে যেনা করেছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার ব্যাপারে বলেছিলেন, এই যেনার কারণে তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭-৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ আমি একজন ছাত্র। শিক্ষকরা কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে পূজার জন্য চাঁদা তোলেন। বাধ্য হয়ে আমাকেও চাঁদা দিতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মাহফূয
নলডহরী, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ পূজা বা এ ধরনের কোন শিরকী অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দেওয়া যাবে না। যেকোন মূল্যে চাঁদা দেওয়া হ'তে বিরত থাকতে হবে। কারণ এতে শিরকের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। এরপরেও যদি বাধ্য করা হয়, তবে সেজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাতের আশায় ইবাদত করলে তার ইবাদত কবুল হবে না; বরং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য ইবাদত করতে হবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-সায়ফুল্লাহ বিন আফযাল
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ শুধু নির্দেশ পালন নয়; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভের আকাংখা করাও ইবাদতের উদ্দেশ্য। কারণ নবী করীম (ছাঃ)-এর অধিকাংশ দো'আ ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ বিষয়ে ছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৭ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। তিনি বলেন, যদি কেউ আল্লাহ্র নিকটে তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তখন জান্নাত নিজেই সুফারিশ করে বলে, আল্লাহ তুমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। অনুরূপভাবে কেউ তিনবার জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রার্থনা করলে, জাহান্নাম তার জন্য সুফারিশ করে বলে, হে আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও' *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৭৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ১৬ বৎসর যাবৎ রোগাক্রান্ত থেকে মারা যায়। সে ১৬ মাস রামাযানের ছিয়াম পালন করতে পারেনি। তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভাল থাকার পরও ফিদইয়া দেয়নি। এখন কি তার পক্ষ থেকে ফিদইয়া দেওয়া যাবে?

-সুমন
হাট দামনাস, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত স্বামীর উচিৎ ছিল দৈনন্দিন ফিদইয়া আদায় করা। এখন তার জন্য কোন ফিদইয়া দিতে হবে না। তবে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার নামে ছাদাক্বাহ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাইতে বলেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)* ও মৃতব্যক্তির নামে ছাদাক্বাহ করতে বলেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫০)*।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ বিয়ের সময় আমি কবুল না বলে শুধু স্বাক্ষর করেছিলাম। কবুল বলা ছাড়া বিয়ে হয় কি?

-পারুল সুলতানা
কলারোয়া মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাবিননামায় স্বাক্ষর থাকাটাই মেয়ের সম্মতির প্রমাণ। মুখে সরবে 'কবুল পড়া' বা সেটা শোনা শর্ত নয়। মেয়ের সম্মতি নিয়ে 'অলী' হিসাবে পিতা বিবাহে সম্মতি দিলেই যথেষ্ট হবে *(দ্রঃ তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১২৭, ৩১৩৩ 'বিবাহ' অধ্যায় 'কনের সম্মতি' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ আত্তাহিইয়াতু পড়ার সময় بِسْمِ اللهِ। وَبِاللهِ শব্দ দু'টি প্রথমে মিলিয়ে পড়ার হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবুল মুহসিন ফারূকী
মহাস্থান, বগুড়া।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৯১৬, ১নং টীকা; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৯০; যঈফ নাসাঈ হা/৫৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ নবনির্মিত একটি মসজিদের তিনটি দরজার উপর কা'বা শরীফের তিনটি ছবি টাঙানো হয়েছে। এই ছবিগুলি মুছল্লীদের পিছনে হওয়ায় মসজিদে ছালাত হবে না বলে অনেকেই মসজিদ ত্যাগ করেছেন। বিষয়টি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। শারঈ দৃষ্টিতে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসলিমুদ্দীন
শিবপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কা'বা শরীফের ছবি পিছনে থাকলে ছালাতের কোন অসুবিধা হবে না। এতে কা'বা শরীফের কোন অবমাননাও হবে না। তবে মসজিদ যেহেতু ইবাদতের স্থান, কাজেই তা সবধরনের ছবি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে মুক্ত হ'তে হবে। কারণ এতে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। মুছল্লীর একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়, এমন সবকিছু ছালাতে নিষিদ্ধ

http://islaminonesite.wordpress.com

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'পর্দা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোয়া কি শরী'আত সম্মত?

*-মানিক মাহমূদ**
বনগড়ুপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন বিধি-নিষেধ নেই। খোলা ময়দানে পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪)*। কিন্তু পশ্চিম দিকে পা করে শু'তে নিষেধ করা হয়নি। কাজেই শুধুমাত্র উত্তর-দক্ষিণ হয়ে শু'তে হবে, একথা সঠিক নয়।

** আপনার নাম শুধু 'মাহমূদ'-ই যথেষ্ট হবে (স.স)।*

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ এক ব্যক্তি বার বার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে পরীক্ষা দিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিতে পারবে কি?

-লুৎফর রহমান
পশ্চিম দৌলতপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি উপকার নয়, বরং জালিয়াতি মাত্র। চুরি ও প্রতারণার মাধ্যমে কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য প্রমাণ করার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কল্যাণ হ'লেও তাতে সমাজের মহা অকল্যাণ সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। দ্বিতীয়তঃ এটা আল্লাহ্র চিরন্তন বিধানের বিরোধিতা করার শামিল। কেননা মেধা ও প্রতিভার বিভিন্নতা স্রেফ আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এখানে বান্দার কিছু করার নেই। 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন ও যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত করেন তাঁরই মঙ্গল হস্তে' *(আলে ইমরান ২৬)*। অতএব ঐ ব্যক্তির বারবার ফেল করার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল রয়েছে, যা আল্লাহ্র ইল্‌মে রয়েছে। অতএব তাকে আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এতে তিনি আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেন।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। শরী'আত মুতাবেক শতকরা কত ভাগ লাভ করা যায়?

-মুহাম্মাদ রিপন
ববি ভ্যারাইটি ষ্টোর
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ক্রেতা-বিক্রেতা কাউকে ধোঁকা না দিয়ে উভয়ের সন্তুষ্টিতে বাজার দর অনুযায়ী যেকোন মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এটা শরী'আত সম্মত। উরওয়া আল-বারেকী হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল কেনার জন্য তাকে একটা দিনার দিয়েছিলেন। উক্ত ছাহাবী তা দিয়ে দু'টি ছাগল খরিদ করেন। তারপর এক দিনারের বিনিময়ে একটি ছাগল বিক্রয় করে দিয়ে একটি ছাগল ও একটি দিনার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ব্যবসায়ে বরকতের দো'আ করেন। এরপর থেকে সে মাটি কিনলেও তাতে লাভবান হ'ত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৩২; বুলূগুল মারাম হা/৮০৬, ৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ' *(নিসা ২৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ আমাদের এলাকায় জমি বর্গাদাতা কোন প্রকার খরচ বহন করে না। সমস্ত খরচ বর্গা গ্রহীতা বহন করে থাকে। এমতাবস্থায় বর্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়কে কি ওশর দিতে হবে?

*-সুমন**
কোটা (পদ্মপুকুর), পায়রাহাট
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ জমি বর্গা দাতাকে উৎপন্ন ফসলের ভাগ প্রদানের পর বর্গা গ্রহীতা তার নিজস্ব ভাগ হ'তে ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের ওশর প্রদান করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন *(ইউসুফ আল-ক্বারযাভী, ফিক্বহুস যাকাত ১/৩৯১ পৃঃ; ঐ, ইসলামের যাকাত বিধান ১/৩৫১ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক জানু'০৫ প্রশ্নোত্তর ৮/১২৮)*।

** আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স)।*

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ আমি আলু চাষের জন্য এক ভাইকে তিন মাসের জন্য একশত টাকা দরে দুইশত মণ আলু ক্রয়ের জন্য অগ্রিম বিশ হাযার টাকা দিয়েছি। এটা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ বাবুল হোসাইন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত। কারণ বিক্রিত বস্তুর পূর্ণ পরিচয় ও পরিমাণ ঠিক করে এবং তা হস্তান্তর করার সময় নির্দিষ্ট করে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য দিয়ে দেওয়া হ'লে ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'বাইয়ে সালাম' বা 'বাইয়ে সালাফ' বলে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে 'বাইয়ে সালাফ' করতো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যারা 'বাইয়ে সালাফে'র ভিত্তিতে ফলের সওদা করবে, তারা যেন তার ধার্যকৃত ওযন ও (কাঠা বা আড়ীর) মাপ এবং ধার্যকৃত মেয়াদের ভিত্তিতে তা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'সালাম ও রেহেন' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিক্রেতার অভাবের সুযোগ নিয়ে তার উপরে যুলুম না করা

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ দ্রুত সন্তান প্রসব হবে এই ধারণায় প্রসবের সময় মহিলার উরুতে কুরআনের আয়াত কাগজে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া কি বৈধ?

-আশরাফ
নতুন আড়বেতাই, দেবগ্রাম, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের সময় হোক কিংবা অন্য কোন অসুস্থতার কারণে হোক, এভাবে কুরআনের আয়াত, দো'আ বা তাবীয ঝুলানো বা লটকানো নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায় তাকে তার উপর ভরসা করে দেয়া হয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬ 'চিকিৎসা ও ফুঁকদান' অধ্যায়)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে ব্যক্তি শিরক করল' *(আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*।

কুরআনের আয়াতকে তাবীয বানিয়ে গোপন অঙ্গে বাঁধার মত অসম্মানজনক আচরণ যারা সিদ্ধ বলেন, তাদের অবিলম্বে তওবা করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ বহু দিন পূর্বে মনের অজান্তে স্বপ্নদোষ অবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করি। দুপুরে গোসল করতে গিয়ে স্বপ্নদোষের আলামত পাই। এখন আমার করণীয় কি?

-তসিকুল ইসলাম
চরমোহনপুর, টিকরামপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি মনের অজান্তে অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় করে নেয়, আর পরবর্তীতে অপবিত্রতার কথা স্মরণ হয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পরপরই উক্ত ক্বাযা আদায় করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩, ৬০৪)*। এ জন্য সময়ের কোন বাধা-নিষেধ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১ 'যে কারণে ওযূ করতে হয়' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা অপবিত্র হও, তখন পবিত্রতা অর্জন করে নাও' *(মায়েদাহ ৬)*। তবে শারীরিক অপবিত্র না হয়ে কাপড় অথবা জুতাতে অপবিত্র জিনিস লেগে থাকা অবস্থায় মনের অজান্তে ছালাত আদায় করে নিলে তার ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। নতুন ভাবে ছালাত আদায় করতে হবে না *(ছহীহ আবুদাউদ ২/৬৫০ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ২৯৫, মাসআলা ২১৩, 'জুতা পরিধান করে ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ একজন মুসলমান যুবকের সাথে হিন্দু মেয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম উভয়টিই অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে তারা একই ঘরে কুরআন তেলাওয়াত ও শিবমূর্তির পূজা করে। শারঈ দৃষ্টিতে এটা জায়েয হবে কি?

-আশরাফ হুসাইন
ধকুবা, বরপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ আহলে কিতাব ব্যতীত একজন মুসলিমের সাথে অমুসলিমের (মুশরিক) বিবাহ শরী'আতে অসিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*। অতএব তাদের বিবাহ হয়নি। তাদের একত্রে বসবাস করা ব্যভিচারের শামিল হবে।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে কি ছালাত শুদ্ধ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ তায়াম্মুম ওযূ-গোসল উভয়েরই স্থলাভিষিক্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৬ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা পীড়িত হও... তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(মায়েদাহ ৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ কুরআন তেলাওয়াত কালে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা পড়ার সময় অর্থে জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) দেখা যায়। অথচ কোন আরবী আয়াতের শেষে তা নেই কেন?

-শেখ সেতাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ কুরআনে জিজ্ঞাসা চিহ্ন না লেখার দু'টি কারণ হ'তে পারে। প্রথমতঃ মাছহাফে ওছমানীতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন লেখা হয়নি এবং এ পর্যন্ত সেটাই অনুসরণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা বর্ণ দ্বারাই প্রকাশ পায়। যেমন – أ هل – ما ইত্যাদি। তবে আধুনিক আরবীতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ব্যবহার হচ্ছে।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করছে। ছালাত শেষে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি এরূপ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম দিকে এরূপ করতেন, পরে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন'। ইমাম ত্বহাবী উক্ত বর্ণনাকে ছহীহ বলেছেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের মতামত জানতে চাই।

-মুহসিন
মুজমদারী, সিলেট।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটি ত্বাহাবী শরীফে নেই। তবে হেদায়ার ভাষ্যকার ছাহেবুন নেহায়া এবং অন্যান্যগণ উক্ত হাদীছটি সনদবিহীন ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর 'জুযউ রাফ'উল ইয়াদায়েন' বইয়ে রুকূতে যাওয়া এবং উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করার বিষয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই। বরং তার বিপরীতে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(তালখীছুল হাবীর ১/৫৪৭ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়)* যেমন- عن عبد الله بن زبير أنه كان يرفع يديه عند الخفض والرفع

'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন' *(আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, পৃঃ ৯১ 'ছালাত শুরু' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ ইউসুফ (আঃ) কি পরে জুলেখার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন?

-আকরাম হুসাইন
বনবেল ঘড়িয়া, বাইপাস মোড়, নাটোর।

উত্তরঃ বিভিন্ন তাফসীরে ইউসুফ (আঃ) ও জুলেখার বিবাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলি মূলতঃ ইসরাঈলী বর্ণনা *(তাহক্বীকে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪০৬ পৃঃ)*। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, বিবাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বাইবেলে রয়েছে, ইউসুফের বিয়ে অন্যত্র হয়েছিল। জুলেখার সাথে নয়। ক্বাযী সুলায়মান মানছূরপুরী (রহঃ) সূরা ইউসুফের তাফসীরে জুলেখার সাথে বিবাহকে অস্বীকার করেছেন *(ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ১/১৫৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ কুরআনে হাফেযদেরকে পরকালে এক এক আয়াত পড়ে বেহেশতের এক এক তলা উপরে উঠতে বলা হবে। একথা কি সঠিক?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। যা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৩৪ ১/৬৫৮ পৃঃ সনদ হাসান 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৬৪)*। এর দ্বারা কুরআন মুখস্থকারীদের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। যেকোন পরিমাণ মুখস্থকারীদের জন্য উক্ত ছওয়াব হবে। কেবলমাত্র হাফেযগণই নন। উল্লেখ্য যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২০০-এর উর্ধ্বে বলে ঐক্যমত রয়েছে, ৬৬৬৬-এর বিষয়ে ঐক্যমত নেই *(দ্রঃ তাফসীরে কুরতুবী ১/৯৪-৯৫)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ পীর ছাহেবের পায়ে সিজদা করা এবং কদমবুসি করা কি জায়েয?

-এম,এ, আকন্দ
হাতিয়ার সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পীর ছাহেবের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা উভয়ই নাজায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নয়' *(মিশকাত হা/৩২৭০ সনদ ছহীহ 'মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*। ওয়াআ বিন আমের এবং ছুহাইব থেকে কদমবুসি সম্পর্কে যে দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব, আলবানী পৃঃ ৩৫০, হা/৯৭৫ ও ৯৭৬ 'কদমবুচি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ 'একতাদাইতো বিহা-যাল ইমাম' কথাটি কবে থেকে হানাফীদের মধ্যে সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা মাঝপাড়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এগুলি দলপন্থী বিদ'আতী আলেমদের মাধ্যমে পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণযুগে এগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। যেকোন নিয়ত মুখে পড়া বিদ'আত (কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়াহ ব্যতীত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। তিনি বলেন, 'ইমাম নিযুক্ত হন তার আনুসরণ করার জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। এজন্য ইমাম ও মুক্তাদী কারু কোনরূপ নিয়ত করা শর্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ জনৈক বক্তা একটি তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে বলেছেন এবং একটি বইয়ে লিখেছেন যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আব্বা ও আম্মা জান্নাতী এবং একথা ফতহুল মুলহিম ১/৩৭৩ পৃঃ ৬ লাইন-এর পরে আছে বলে দলীল পেশ করেন। এই বক্তব্য কতটুকু সত্য?

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
দাউদপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বক্তার উক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। সূরা তওবার ১১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এবং ইবনু জারীর হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক সফর থেকে ফেরার পথে তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করতে যেয়ে অধিক ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর মায়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৫৫ পৃঃ; মাজমু'আ হায়ছামী ১/১১৬ পৃঃ সনদ ছহীহ; তাফসীরে ইবনে জারীর ত্বাবারী ১৪/৫১২ পৃঃ; মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৭৫ পৃঃ; তাহক্বীক্বে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৩৭ পৃঃ)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী' *(আবুদাঊদ পৃঃ ৬৪৯, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৪৯ 'সুন্নাত' অধ্যায় 'মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ;*

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম ১/১১৪ পৃঃ)।

প্রকাশ থাকে যে, এ সম্পর্কে অপরিচিত এবং বানোয়াট সনদে যে কাহিনীটি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতাকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন এবং তারা ঈমান এনেছিল, তা ঠিক নয়। হাকেম ইবনু দাহইয়া বলেন, এ হাদীছটি মিথ্যা, কুরআন এবং ইজমা উভয় এটাকে রদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ঐ লোকদের ক্ষমা করবেন না, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(নিসা ১৮)*। ইবনু জাওযী উল্লিখিত ঘটনাটিকে মওযু'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(কিতাবুল মওযু'আত; তাহক্বীক্বে ইবনে কাছীর ২৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ে মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০০২ এর ১৮/২৭৩ নং প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবে না বলে যে দলীল পেশ করা হয়েছে সেটাই সঠিক।

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ মধ্য নওদাপাড়া জামে মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য মাটি খনন করে মানুষের মাথা ও কিছু হাড়-হাড্ডি পাওয়া গেছে। সেই হাড়-হাড্ডি অন্যত্র পুঁতে দিয়ে উক্ত স্থানে মসজিদ করা শরী'আত সম্মত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উঠানো ও স্থানান্তর করা জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-৩০২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*। অতএব প্রাপ্ত হাড়-হাড্ডি অন্যত্র বা কোন কবরস্থানে সসম্মানে দাফন করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে ফরয নয়?

-মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ
তালাইমারী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত, জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫ পৃঃ)*। জিহাদ ফরয নয় দুর্বলের উপরে, নারীর উপরে, রোগীর উপরে, শিশু ও পাগলের উপরে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'দুর্বলদের উপরে, রোগীদের উপরে, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থদের উপরে কোন দোষ নেই, (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি খালেছ অনুরাগী হবে'... *(তওবাহ ৯১)*। *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' ডিসেম্বর ২০০১।*

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ জনৈক ব্যক্তিকে মাত্র এক হাত গভীরে গর্ত করে কবর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলঃ কবরের গভীরতার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশ আছে কি?

-সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ কবর প্রশস্ত ও গভীর করার নির্দেশ শরী'আতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কবর খনন কর এবং প্রশস্ত, গভীর ও সুন্দর কর' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৩, সনদ ছহীহ, 'জানাযা' অধ্যায়)*। গভীরতার পরিমাণ সম্পর্কে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহতে একটি রেওয়ায়াত এসেছে, যেখানে মানুষের দৈর্ঘ্য পরিমাণ গভীর করতে বলা হয়েছে। ইমাম শাফেঈও সেকথা বলেন। খলীফা ওমর ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) থেকে 'নাভী' পর্যন্ত গভীর করার কথা এসেছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া 'বুক' পর্যন্ত বলেন। তিনি বলেন, এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল যাতে লাশ ঢাকা পড়ে এবং হিংস্র জন্তু থেকে হেফাযত হয়। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, কবরের গভীরতার কোন সীমা নেই' *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/৯৪ পৃঃ)*।

উপরের আলোচনা শেষে বলা চলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশ অনুযায়ী কবর গভীর করতে হবে এবং তা অধিক গভীর হওয়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ বিবাহের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা না করে শুধু রেজিষ্ট্রীর পরে কি বর-কনে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় মেলামেশা করতে পারে?

-আব্দুর রহীম
তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রী হওয়া অর্থই ঈজাব-কবুল হয়ে যাওয়া। কারণ বিবাহ রেজিষ্ট্রীর জন্য বর ও কনের সম্মতি, দু'জন সাক্ষী ও অলীর প্রয়োজন হয়। আর বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট *(দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/১৮৫৮; ইরওয়া হা/১৮৪৪ হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশায় কোন শারঈ বাধা নেই। বিয়ের পরেই বৌ বাড়ীতে এনে বাসর মিলনের পরের দিন ওয়ালীমার অনুষ্ঠান করাই শরী'আত সম্মত *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১২ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব বিবাহের অনুষ্ঠান না করলে স্বামী-স্ত্রী মেলামেশা করতে পারবে না এ ধারণা সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ নিজের জন্য কুরবানীর যে গোশত রাখা হয়, সে গোশত বিক্রি করা যাবে কি? অথবা বিয়েতে উক্ত গোশত খাওয়ানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত বিক্রি করা যাবে না *(আহমাদ, মির'আত ৫/১২১)*। চাই সেটা নিজের জন্য রাখা হোক বা অন্যের জন্য হোক। ঐ গোশত বিয়েতে খাওয়ানো যাবে। তবে বিয়ের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ আমরা জানি আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। তাহ'লে আস্ত মুরগী আগুনে ভুনা করা এবং শিক কাবাব বানানো যাবে

http://islaminonesite.wordpress.com

কি?

-মুহাম্মাদ আযাদ আলী
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৬৭৩)*। উল্লিখিত হাদীছের হুকুমে মুরগী ভুনা করা, শিক কাবাব তৈরী করা অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এখানে আগুন দ্বারা পোড়ানোর উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান নয়; বরং উদ্দেশ্য হ'ল খাদ্য তৈরী। অতএব শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ কোন প্রবাসী ব্যক্তি দশ বছরের জন্য জায়গা-জমি লীজ বা ঠিকা দিতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুবকর
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লীজ, ঠিকা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয। হানযালা ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের পরিবর্তে যমীন ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। উল্লিখিত হাদীছে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং টাকার পরিবর্তে যতদিন ইচ্ছা জমি ঠিকা, ভাড়া বা লীজ দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যে পার্থক্য কি?

-আব্দুল লতীফ
মুহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ 'আহল' অর্থ অনুসারী। 'হাদীছ' অর্থ কুরআন ও হাদীছ। 'আহলুল হাদীছ' অর্থ কুরআন ও হাদীছের অনুসারী। আর 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' অর্থ- রাসূলের সুন্নাত ও ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতের অনুসারী। আহলেহাদীছ-ই প্রকৃত অর্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। বড় পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) বলেন, فَأهل السنة والجماعة ولا اسم لهم الا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই, একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল আছহাবুল হাদীছ বা আহলেহাদীছ'।

অতএব সুন্নাত-এর বিরোধী বিদ'আতী কোন ব্যক্তি যেমন আহলে সুন্নাত হ'তে পারে না। তেমনি ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা, আমল ও তরীকা বিরোধী কোন ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না।

আহলেহাদীছের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'লঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তরীকা অনুযায়ী যে মুমিন যতটুকু কাজ করবেন, তিনি ততটুকু আহলেহাদীছ বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হবেন। একাকী হ'লেও তাকে জামা'আত বলা হয়েছে। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 'হক-এর অনুসারী ব্যক্তি একাকী হ'লেও তিনি একটি জামা'আত' *(আলবানী, মিশকাত হা/১৭৩ হাশিয়া; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃঃ ৬, ১৬, ১২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ ঈদ মোবারক লেখা ব্যানার নিয়ে হোণ্ডায় চড়ে প্রদর্শনী ও ঈদ শেষে কোলাকুলি করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ ঈদ উপলক্ষ্যে যেকোন নির্দোষ খেলা-ধূলা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১ পৃঃ)*। প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়ে শারঈ সীমারেখা বহির্ভূত কিছু দেখা যায় না। ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা ১/২৫২ পৃঃ)*। ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে (ঈদ) কবুল করুন'! *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩২ পৃঃ; দ্রষ্টব্য জানুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১৯/১২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ 'কবরের শাস্তি' নামক একটি পুস্তিকায় দেখলাম, মৃত ব্যক্তির শাস্তির কথা যদি কোন আত্মীয়-স্বজন স্বপ্নে দেখে, তাহ'লে দান না করা পর্যন্ত শাস্তি অব্যাহত থাকবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যামীরুল ইসলাম
জামতলা বাজার, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ এ সম্পর্কে কিছু হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আউযুবিল্লাহ.... পড়ে বাম দিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যাবে না এবং শোয়া অবস্থায় থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ আরবদেরকে তিন কারণে ভালবাসার কথা জনৈক বক্তা বললেনঃ ১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষা আরবী ২. কুরআনের ভাষা আরবী ৩. জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবী। এই হাদীছের সত্যতা

http://islaminonesite.wordpress.com

জানতে চাই।

-মুশফিকুর রহমান
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/১৬০, ১/২৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ আমি স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু সে আমাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না এবং আমার কথা শুনে না। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঝাউতলী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'পুরুষগণ নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৫, ৩২৬৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে ডাকে আর সে যদি না আসে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতা মণ্ডলী ঐ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে হবে' *(বুখারী ৯/২৫৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৪৩৬; রিয়াযুছ ছালেহীন ১৬৫-১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৩৮)ঃ ওশর-এর শস্য বিক্রি করে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করা যাবে কি?

-মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
ইমাম, সারাংপুর জামে মসজিদ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওশর শস্য দ্বারাই বের করতে হবে এবং তা মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা সমাজের সর্দারের কাছে জমা দিয়ে তার মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। এটাই হ'ল শারঈ বিধান। কিন্তু যদি এ ব্যবস্থা না থাকে, তবে বাধ্যগত অবস্থায় উক্ত ওশর-এর শস্য বন্টনের সুবিধার্থে বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা শস্য কাটার দিন ওশর বের কর' *(আন'আম ১৪১)*। অর্থাৎ যেদিন তা কর্তন করা হবে নেছাব পরিমাণ হ'লে সেদিন তা ফরয হবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৪; দ্রঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ৩৪৫, পৃঃ ৪২১)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মলমূত্র কি পাক ছিল?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
আলতাপোল, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম এই আক্বীদা পোষণ করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। পার্থক্য এই যে, তিনি ছিলেন রাসূল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, (হে নবী) আপনি বলুন! অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। (পার্থক্য) আমার প্রতি অহি নাযিল হয়' *(কাহ্ফ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'রাসূল নিজ ইচ্ছামত কিছু বলেন না, বরং 'অহি' অবতীর্ণ হ'লেই তবে বলেন' *(নাজম ৩-৪)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু মানুষ ছিলেন সেহেতু মানুষের মলমূত্র নাপাক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পায়খানা-পেশাব করার পর পানি, মাটি, কংকর ইত্যাদি ব্যবহার করতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪২; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ খেলাফত, মুলূকিয়াত ও জুমহূরিয়াতের মধ্যে পার্থক্য কি?

-মুসলিম
বেড়ুঞ্জ, দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ 'খেলাফত' আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার নাম। 'মুলূকিয়াত' অর্থ রাজতন্ত্র এবং 'জামহূরিয়াত' অর্থ প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র। তিনটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে তিনটি আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। 'খেলাফত' ব্যবস্থায় আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র বিধানই চূড়ান্ত। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। 'মুলূকিয়াতে' রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই থাকে সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি। 'জামহূরিয়াতে' জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। মুলূকিয়াত ও জামহূরিয়াত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষশীল। *(বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন, 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

সততা বি ফার্মের নিজস্ব উৎপাদন
এস, পি, হানি
১০০% খাঁটি মধু
এছাড়াও মৌ পালনের জন্য দেশী, বিদেশী মৌমাছি সহ বাক্স ও যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয় করা হয়।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ
ডাঃ এস,এম, ইসরাইল
মডেল হোমিও সেন্টার
নূর সুপার মার্কেট, জজ কোর্টের মোড়, সাতক্ষীরা
(নিরিবিলি রেঁস্তোরার নিচ তলা, মোটর সাইকেল শোরুমের পার্শ্বে)
মোবাইলঃ ০১৭৬৭১৭৫৭৬